বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অষ্ট্রেলিয়া।

Bangladesh Moktijoddha ShangShadAustralia Inc

ফোন ০২-৯৮২৯৬৫২৭ ০২- ৯৮৯৭২৩৪৫ azad@banglamedia.net

বিশেষ বিজ্ঞপ্তী

যুদ্ধাপরাধিদের চিহ্নিত করুন জাতিয় সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করুন ।

বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলদেশের সকল দেশ প্রেমিকের প্রতি আমাদের অনুরুধ এদের চিহ্নিত করে রাখুন, জেনে রাখুন এসব শীর্ষ স্থানীয় অপরাধিদের জন্য আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল , প্রানদিতে হয়েছিল ৩০লক্ষ মানুষকে ,ধর্ষিত হয়েছিল ৪লক্ষের উপর আমাদেরই মা বোনেরা ।এই অপরাধিরা , গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাকিস্তানীদের সাথে মিলেমিশে যুদ্ধ করেছে ,তাই এরা রাষ্ট্রীয় শত্রু । ১৯৭১ সালে বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্বদানকারি সেক্টর কমান্ডারদের দ্বারা গঠিত ‘‘সেক্টর কমান্ডার ফোরাম’’যুদ্ধাপরাধিদের চিহ্নিত করে শীর্ষস্থানীয় অপরাধিদের ৫০ অপরাধির একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন । নীচে তা প্রকাশ করা হলো । এ ছাড়া ও ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালিন সময়ে,এদের দ্বারা কিংবা এদের দোসর দ্বারা আপনি কিংবা আপনার পরিচিত কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে নিচের ঠিকানায় ‘‘সেক্টর কমান্ডার ফোরাম’’এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের সাথে ইমেলে কিংবা ফোনে যোগাযোগ করে ক্ষতিগ্রস্থের তালিকায় অর্ন্তভুক্তহওয়ার ফরম সংগ্রহ করতে পারেন । ক্ষতিগ্রস্থ তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হউন।যুদ্ধাপরাধিদের বিচারে সোচ্চার হউন ।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা-বিরোধী ভূমিকা পালনকারী রাজাকার আল বদর আল শামস বাহিনীর ৫০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গঠিত সংগঠন সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম। বাংলাদেশের আইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট ১৯৭৩-এর অধীনে এই তালিকা প্রকাশ করেছে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম। গত মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের প্রতিনিধি সম্মেলনে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। রাজাকারদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন পুর্ব পাকিস্তান জামায়াত ইসলামীর আমীর গোলাম আযম, বাগেরহাটের শরণখোলার একেএম ইউসুফ, পুর্ব পাকিস্তানের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী, পিরোজপুরের মাউথথালির দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, শেরপুরের কামারুজ্জামান, বরিশালের আব্দুর রহিম, জয়পুরহাটের আব্বাস আলী খান, ফরিদপুরের আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, ঢাকার মিরপুরের আব্দুল কাদের মোল্লা, ফেনীর রাজনগরের হামিদুল হক চৌধুরী, ঢাকার কোতোয়ালির খাজা খায়রুদ্দিন, সুনামগঞ্জের মাহামুদ আলী, জয়পুরহাটের আব্দুল আলীম, ঢাকার এ এম এস মোনায়েম, চট্টগ্রামের রাউজানের মালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, ময়মনসিংহের ফুলপুরের জুলমত আলী খান, নীলফামারীর জলঢাকার কাজী কাদের, খুলনার খান আবদুস সবুর খান, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমেদ, কুষ্টিয়ার শাহ আজিজুর রহমান, চাঁদপুর ফরিদগঞ্জের আব্দুল মান্নান, তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান গভর্নর ডা. আবু মোতালেব মালেক, তৎকালীন ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় নেতা ইউনুস, কুমিল্লার এ বি এম খালেক মজুমদার, মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার এএনএম ইউসুফ, ময়মনসিংহের নান্দাইলের নুরুল আমিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের এ কিউ এম শফিউল ইসলাম, সিরাজগঞ্জের বেলকুচির আব্দুল মতিন, রাজশাহীর দুর্গাপুরের এড. আয়েন উদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক নুরুজ্জামান, তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ইসহাক, ঢাকা জেলা জামায়াতের আমীর গোলাম সরোয়ার, পুর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী আকতার উদ্দিন আহমেদ, পাবনার আব্দুস সোবহান, টাঙ্গাইলের কালীহাতীর ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল বাছেদ, ময়মনসিংহের আব্দুল মতিন ভুঁইয়া, কুড়িগ্রামের উলিপুরের আব্দুল কাশেম, ফেনীর ছাগনাইয়ার ওবায়দুল্লাহ মজুমদার, চট্টগ্রামের মীর কাশেম আলী, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার, ফরিদপুরের আবুল কালাম আজাদ, ময়মনসিংহের আব্দুল হান্নান, সিরাজগঞ্জের ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, জামালপুরের আশরাফ হোসাইন, সাতক্ষীরার আনসার আলী, সিলেটের কায়সার, বগুড়ার মাস্তাহারের আব্দুল মজিদ তালুকদার, পুর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী নওয়াজেস আহমেদ ও ময়মনসিংহের একে মোশারফ হোসেন।

ফোরামের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বলেন, আগামী দিন যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ করতে হবে। তা না হলে এ বাংলায় কোনদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। সম্মেলন শেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।

www.sectorcommandersforum.org অথবা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অষ্ট্রেলিয়া সভাপতি/কমান্ডার মিজানুর রহমান তরুন, সাধারন সম্পাদক/ডিপুটি কমান্ডার হারুন রশীদ আজাদ
০৪১৪৩৩১৭৩১,০৪০৩৬১০২১২